জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

চ্যবনপ্রাশ ৵১ সের (৮০ তোলা) ১০৲

বাতের তৈল প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন ও কবিরাজ শ্রীআদ্যাপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কবিরঞ্জন

সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 16th May. 1951 | ১ম সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের অষ্টাত্রিংশত্তম বর্ষ প্রবেশ

—•—

ভগবানের অনুকম্পায়, গ্রাহক-পাঠক-বিজ্ঞাপন-দাতৃগণের অনুগ্রহে, শুভার্থিগণের আনুকূল্যে জঙ্গিপুর সংবাদ আজ সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টাত্রিংশত্তম (৩৮শ) বর্ষে পদার্পণ করিল। সত্য কথা বলিতে কি—কোনও মহৎ-উদ্দেশ্য বা দেশ সেবার জন্য এই ক্ষুদ্র কাগজের আবির্ভাব হয় নাই। ইহার সংস্থাপক স্বীয় উদরান্নের জন্য জঙ্গিপুর দেওয়ানী আদালতের নীলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় এই সংবাদ পত্রখানি প্রকাশ করেন।

নীলামের ইস্তাহার ছাপা কাগজগুলি, ইস্তাহার প্রকাশ করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া, সাংবাদিক জগতে সহস্র দোষে দুষ্ট বিজ্ঞাপন প্রত্যাশী কোন কোনও কাগজের পরিচালকগণের চক্ষে অন্ততঃ বাহ্যতঃ হেয় প্রতিপন্ন হইলেও যে কাহারও কোনও উপকারে আসে না— এ কথা বলা চলে না। আজ কাল এই "নেবো খাবো দেবো না" যুগে অনেক সয়তান মায়ের পেটের ভাই—সহোদরকে পিতৃ ধনে [illegible] করিয়া, স্বয়ং তাহার অংশ গ্রাস করিবার জন্য [illegible] জাল বিস্তার করে, এই নীলামের বিজ্ঞাপন ছাপা কাগজগুলি সেই সব হৃদয়হীন স্বার্থ-পরের স্বার্থ-সিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া অপর পক্ষের ন্যায্য স্বার্থরক্ষায় সহায়তা করিয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায়—এক ভাই স্বীয় ব্যবসায় বা চাকুরীর জন্য স্বীয় পিতৃভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া সপরিবারে দূর বিদেশে বাস করিতে বাধ্য হয়। তিনি জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার কিম্বা জ্ঞাতির উপর নিজের ভূ-সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবার ভার দিয়া, তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া, প্রবাসে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নীতি বা ধর্ম্মের ধার না ধারেন, তাহা হইলে মোট সম্পত্তির খাজনা বাকী ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। জমিদার নালিশ করিয়া ডিগ্রী পাইয়া যখন সম্পত্তি নীলাম করেন, তখন হয় স্ত্রীএর নামে বা শ্যালকের বেনামীতে ডাকিয়া লইলেন। প্রবাসী আত্মীয় দেশে ফিরিয়া দেখিলেন, যাঁহাকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি ভক্ষক হইয়া সর্ব্বগ্রাস করিয়াছেন। যাহারা সম্পত্তি রেহান বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেন, অধার্ম্মিক ফেরাকাবাজ দেনাদার এই বাকী খাজনায় নীলাম করিয়া উত্তমর্ণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার সুযোগ পাইতেন। এই নগণ্য নীলাম ছাপা কাগজগুলির গ্রাহক হইলে তিনি স্বস্থানে বসিয়া জানিতে পারেন, যে তাঁহার জ্ঞাতি বা দেনাদার তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন কি না। এইভাবে ইস্তাহারী কাগজেরা নিজের পেটের জন্য যে কাগজ করিল, তাহাতে অসংখ্য বিদেশবাসী জোতদারের বা রেহানদারের উপকার হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের উকীল শ্রীরাধা-গোবিন্দ সরকার মহাশয়ের জনৈক মক্কেল ১২ বৎসর পূর্ব্বে বাকী খাজনার নীলামে এক জনের জমি খরিদ করেন। তাহার দখলেই জমি আছে। নীলাম সংক্রান্ত কাগজপত্র সহ আদালতের নথি নিয়মানুসারে পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। জমির পূর্ব্বমালিক তাহার জমির বর্ত্তমান মালিক এর বিরুদ্ধে জবরদস্তি জমি দখল করার অভিযোগে মামলা করে। নীলাম খরিদদার ১২ বৎসর পূর্ব্বের জঙ্গিপুর সংবাদসহ সম্পাদককে সাক্ষ্য মানিয়া তাহার প্রতিপক্ষের জমি যে নীলাম হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিয়া নিস্তার পান। সুতরাং ইস্তাহারী কাগজ যে আদালতের বিচার কার্য্যে সুবিচার করিবারও সহায়তা করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জঙ্গিপুর সংবাদ তাহার জন্মের সময় যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিল, এই অন্নবস্ত্রের অভাব ও মুদ্রণ সামগ্রীর মহার্ঘতার দিনেও তাহার এক কপর্দ্দকও বৃদ্ধি করে নাই। ইস্তাহারের অনুগ্রহাকাঙ্খী হইয়াও আমরা কোনও দিনই দুর্নীতিপরায়ণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হই নাই। আমাদের এই ৩৮তম জন্ম দিনে আমরা যাবতীয় অত্যাচারী ও অবিচারী, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশে স্বদেশী যাত্রা গায়ক—স্বনামধন্য স্বর্গীয় মুকুন্দদাস মহাশয়ের গানটীর ভাষায় বলিতেছি—অত্যাচারীর অত্যাচার কোন দিনই নীরবে বরদাস্ত করিব না। ৺মুকুন্দদাস মহাশয় গাহিয়াছেন—

'সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র, দীপ্ত, মূর্ত্তিমান ! সাবধান !
ঐ শোনো তার বাজিছে কম্বু,
অম্বুধি-যথা উচ্ছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে
বজ্র গভীর কল্লোলে,
হুঙ্কার শুনি জলদমন্দ্র,
কাঁপিছে তারকা, সূর্য্য, চন্দ্র,
বদ্ধ আকাশ, শুব্ধ বাতাস,
কাঁপিয়া উঠিছে, জগৎপ্রাণ ! সাবধান !
ত্রিভুবন ব্যাপি বিরাট দেহ,
ভাবিতেছ বুঝি পলাবে কেহ,
এখনও চরণে শরণ লেহ
নতুবা নাহিক পরিত্রাণ ! সাবধান !

———

অগ্নিকাণ্ড

কয়েক দিন পূর্ব্বে অরঙ্গাবাদ পোষ্ট অফিসের নিকটস্থ পল্লীতে আগুন লাগিয়া অনেকগুলি গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ থানার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত লক্ষীজোলা গ্রামে আগুন লাগার ফলে ১২।১৩টী পরিবার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়াছে। তাহাদের পরণের বস্ত্র ভিন্ন কিছুই রক্ষা পায় নাই।

ড্রেনের জল

জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের উত্তর দিকের কয়েকখানি বাড়ীর নোংরা জল ড্রেন বহিয়া মাটীর রাস্তা অতিক্রম করিয়া উক্ত চিকিৎসালয়ের পুকুরে পড়িতেছে। এই পুকুরের জল হাসপাতালের লোকজন ও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থগণ ব্যবহার করেন। আমরা এই বিষয়ে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যাদবগণের অত্যাচার

দেশস্থ যাদবগণ মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে মিলিত হইয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কিন্তু "পরের জমির ফসল চরিয়ে নষ্ট করা" অভ্যাস ত্যাগ করিতেছেন না। ইহারা সরকারের "অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন" এর বিরোধিতা করিতেছেন। ফসল নষ্ট করার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ড লাভ করা সত্বেও নীতি পরিবর্ত্তন করিতে রাজী নয়। ফসল নষ্ট করা অপরাধ বলিয়া মনে করেন না। আজকাল চাষের খরচ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি গণকর গ্রামের কয়েক বিঘা বোরা ধান মহিষ দিয়া চরাইয়া দিয়াছে। কয়েক ব্যক্তিকে চারিটী মহিষ ধরিয়া স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে লইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। এই সব দুষ্টমতি যাদবগণকে সৎ-উপদেশ দিয়া তাহাদের এই মহান নীতি ত্যাগ করিবার প্রেরণা দেওয়ার জন্য আমরা বঙ্গীয় যাদব সমিতির কর্ণধারগণকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি।

সরকারী সাহায্য

জেলা প্রচারাধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে এই জেলার নির্ব্বাচিত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে সমাজ শিক্ষামূলক যাত্রা, কবি, কথকতা, তরজা, কীর্ত্তন ও লোকনৃত্য ইত্যাদির আয়োজন করার যে প্রস্তাব আছে তজ্জন্য সরকার হইতে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। জেলার প্রতিভাসম্পন্ন দলগুলিকে উৎসাহ দেওয়া এবং আনন্দের মাধ্যমে সমাজ শিক্ষার আয়োজন করা ইহার উদ্দেশ্য। উপরোক্ত অনুষ্ঠানের পরিচালকগণ ডিষ্ট্রীক্ট সোসাল এডুকেশন অফিসার পোঃ মুর্শিদাবাদ (ত্রিপলী গেটের সন্নিকটে) এই ঠিকানায় দেখা করিয়া বা পত্র দিয়া তাঁহাদের যোগ্যতা পালার বিষয়বস্তু, পালা প্রতি তাঁহাদের দাবী দাওয়া দলের লোক সংখ্যা ও পালা শেষ হইতে কয় ঘণ্টা সময় লাগিবে এবং অন্যান্য সর্ত্ত জানাইয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন। স্থানীয় ২জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে পরিচয় পত্র ও সুপারিশ আনা প্রয়োজন হইবে।

ট্যাপিওকা বা শিমুল আলু

জেলা প্রচারাধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে বহরমপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে (কোম্পানী বাগানে) ট্যাপিওকা বা শিমুল আলু সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। উহা প্রতি সের একআনা দরে বিক্রয় করা হইবে। সকালবেলা ৭টা হইতে ১০টা এবং বিকেলবেলা ৩টা হইতে ৫টা ইহা বিক্রয় হয়।

ট্যাপিওকার ফলন অত্যন্ত বেশী। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ইহা পরীক্ষামূলক ভাবে জন্মাইয়া দেখা হইয়াছে, এ জেলার মাটি এই আলুর পক্ষে অনুপযুক্ত নয়। যাঁহারা এই আলুর কাটিং কিনিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সরকারী কৃষিক্ষেত্রে সকালে বা বিকালে নির্দ্ধারিত সময়ে ফার্ম ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন ইহার চাষ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিবেন ঐ আলুর কাটিং (বীজ) প্রতি ১০০টির মূল্য এক টাকা নয় আনা মাত্র।

জমির আগাছা

চাষের জমিতে যে সকল আগাছা জন্মায় বা লতাপাতা শুকাইয়া থাকে জমি চাষের পূর্ব্বে বহু কৃষক সেগুলিতে আগুন ধরাইয়া পুড়াইয়া ফেলে; জমি পরিষ্কার করিবার পক্ষে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বটে কিন্তু আমেরিকার মিশিগ্যান কলেজের কৃষি বিশেষজ্ঞ চার্লস শিক ঐ পদ্ধতি অনুসরণের বিরোধী। তাঁহার মতে ঐ সকল আগাছা ও শুকনা লতাপাতা সমেত জমি চাষ করিলে বেশী ফল পাওয়া যায়।

শিক বলেন ঐ সকল লতাপাতা ও আগাছা মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেলে উহার ফলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টির ফলে মাটি ধুইয়া যাইবে না বা অন্য কোন কারণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না।

অন্যদিকে আগাছা পুড়াইয়া দিলেও মাটির ভিতরে উহার শিকড় থাকিয়া যায় এবং পুনরায় জন্মায়। উহার ফলে জমির বেড়ায় বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসলের ক্ষতি হইতে পারে। আগুনে উর্ব্বরতা শক্তিও হ্রাস পাইয়া থাকে।

মনিগ্রাম
দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১০ই মে বৃহস্পতিবার বেলা ৯।০ ঘটিকার সময় মনিগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সরকারের নিকট কোন অর্থ সাহায্য না লইয়া ইউনিয়নের অধিবাসিগণের একান্ত আগ্রহ ও অর্থ সাহায্যে গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উদ্যোক্তাগণের উদ্যম প্রশংসনীয়।

মন্ত্রীর আগমন

গত ১৫ই মে মঙ্গলবার পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীভূপতিভূষণ মজুমদার মহাশয় জঙ্গিপুর আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় ডাক-বাংলায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া ধুলিয়ান অভিমুখে যাত্রা করেন।

[পর

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই জুন ১৯৫১

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

৫৫৭ খাং ডিঃ বিবি দেল আফরোজ খাতুন দেং নাথু মণ্ডল দাবী ২৫৫৸৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ৫১ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ২৫৲ খং ৪২২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৮ খাং ডিঃ কমলকুমারী নাথ দেং মৃত্যুঞ্জয় মাঝি দিং দাবী ১৪৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বৈদপুর ৪৪ শতকের কাত ৫৴০ আঃ ১০৲

২১ খাং ডিঃ চতুর্ভুজ সেরাওগী দেং চণ্ডিচরণ সিংহ দিং দাবী ২৩।৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাজিতপুর ৩২ শতকের কাত ৩৲ আঃ ২০৲ রায়ত স্থিতিবান

৯৭ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং আবদুল হামিদ সেখ দিং দাবী ৫৪।৵৩ থানা সুতী মৌজে হারুয়া ৯৯১ শতকের কাত ২৩৷১৭ আঃ ২৫৲ খং ২০৪

১ মনি ডিঃ কাত্যায়নী দাসী দেং গঙ্গাধর সেন দাবী ৩০৭৵০ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ (ক) ২ শতকের কাত ৬৷০ আঃ ২৫৲ খং ৩১৭ ⅓ অংশ (খ) ১৮ শতকের কাত ৪/৬ দেনদারের ⅓ অংশ আঃ ৩০৲ (গ) ৩ শতকের কাত ১৷০ দেনদারের ⅓ অংশ প্রত্যেক জমার উপরিস্থিত পোক্তা ঘর সহ

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই জুন ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৭৯ খাং ডিঃ পাঁচুগোপাল রায় দিং দেং দুলালকালী দেবী দাবি ৭০।৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে যোগপুর ২-৬০ শতকের সেস ১৷/৩ আঃ ২৫৲ খং ১৬৬

৮২ খাং ডিঃ ঐ দেং শিবরাণী দেবী দাবি ৫৭/০ মৌজাদি ঐ ৮৭, ১৮৯, ৩৩১ শতকের সেস ২/০ আঃ ২৫৲ খং ১৭০ অধীনস্থ খং ৬১২ হইতে ৬১৪

৮৪ খাং ডিঃ ঐ দেং গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল দিং দাবি ১৭৶৯ মৌজাদি ঐ ২৬ শতকের কাত ৷৮ আঃ ২৮৭

সুরবল্লী

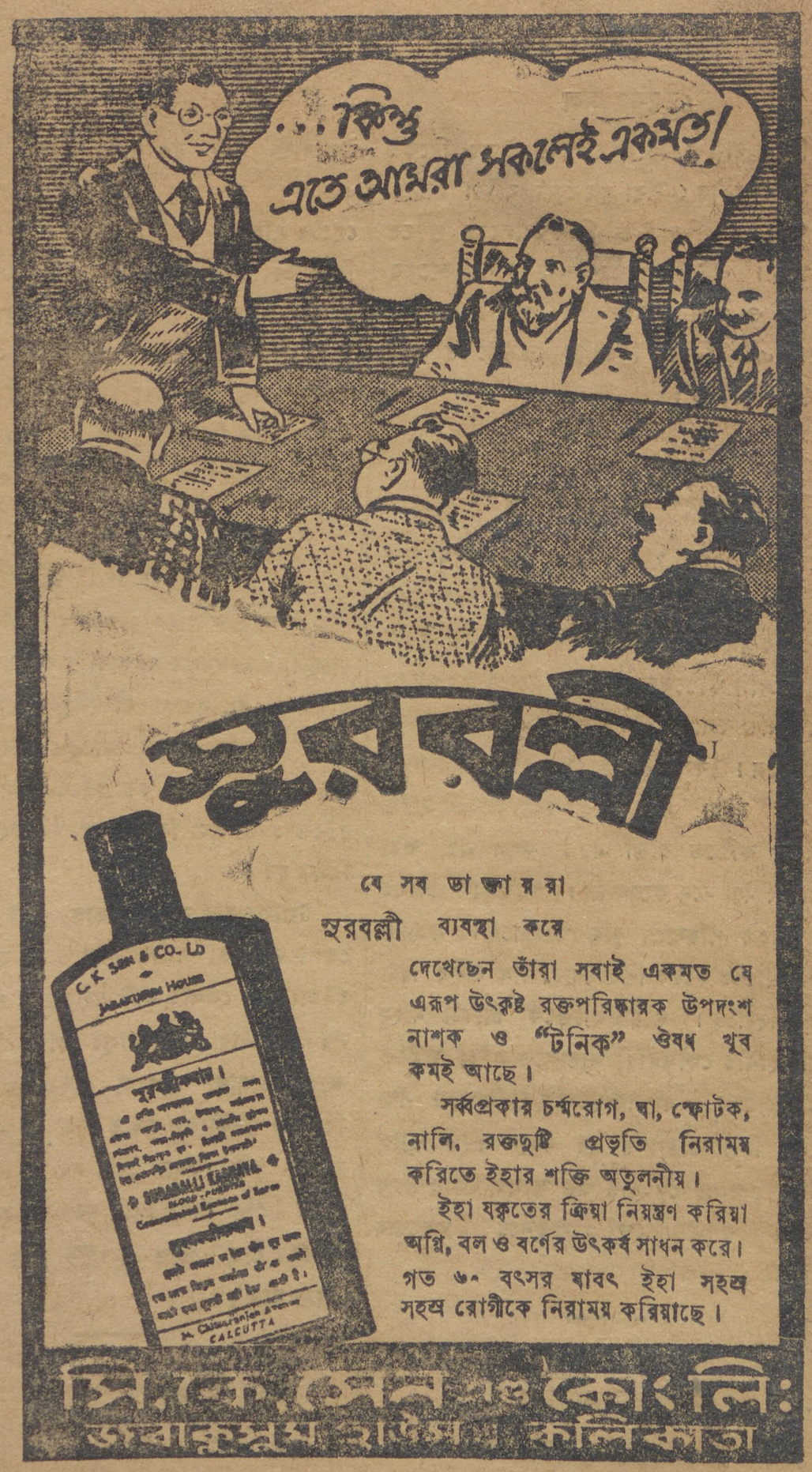

যে সব ডাক্তাররা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে

দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত